রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৪, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ পৌষ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৮-আইন/২০১১।—তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৪, এবং ইহার সহিত পঠিতব্য ধারা ২৫(১৪), এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **প্রবিধানমালার নাম।**—এই প্রবিধানমালা তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অভিযোগ" অর্থ আইনের ধারা ২৫ এর অধীন দায়েরকৃত কোন অভিযোগ;

(খ) "আইন" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);

(গ) "তথ্য কমিশন" অর্থ আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(ঘ) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন ফরম।

মূল্যঃ টাকা ৪.০০

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি**।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক তথ্য কমিশনের নিকট আইনের ধারা ২৫ এর অধীন অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে ফরম 'ক' অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে এবং অভিযোগে যতজনকে পক্ষ করা হইবে ততগুলি অনুলিপি অভিযোগের সহিত সন্নিবেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর তথ্য কমিশন অভিযোগ নিবন্ধন রেজিস্টারে অভিযোগ গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম, ঠিকানা এবং উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে।

৪। **অভিযোগে ভ্রান্তভাবে পক্ষ করা বা বাদ দেওয়া**।— কোন ব্যক্তিকে ভ্রান্তভাবে অভিযোগে পক্ষ করা হইলে বা পক্ষ করা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং পক্ষগণের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করিয়া কোন ব্যক্তিকে পক্ষ করা বা পক্ষ করা হইতে বাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কোন বাঁধার সৃষ্টি করিবে না।

৫। **সমন জারী, ইত্যাদি**।—(১) প্রবিধান ৩(১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, প্রধান তথ্য কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা বেঞ্চ সহকারীর স্বাক্ষরে অভিযোগের অনুলিপি সংযুক্ত করিয়া ফরম 'খ' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিবার জন্য সমন জারী করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সমন প্রসেস সার্ভার, রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস অথবা, ক্ষেত্রমত, ই-মেইল বা ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপর জারী করা যাইবে।

৬। **জবাব দাখিল**।—প্রবিধান ৪ এর অধীন যে পক্ষের উপর সমন জারী করা হইয়াছে সেইপক্ষ ফরম 'গ' অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য কমিশনে জবাব দাখিল করিবেন এবং অভিযোগে একাধিক পক্ষ হইলে সকল পক্ষ কর্তৃক জবাব স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৭। **একাধিক অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত এর পক্ষে একজনের হাজিরা**।—কোন অভিযোগের সাথে একাধিক অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তথ্য কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অভিযোগের শুনানীতে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৮। **অভিযোগ শুনানী, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি।**—(১) সমনে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে হাজির হইয়া শুনানীতে অংশ গ্রহণ করিবেন।

(২) কোন পক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক শুনানীর তারিখ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিলে অথবা তথ্য কমিশন স্ব-উদ্যোগে শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করিতে পারিবে, তবে আইনের ধারা ২৫(১০) এর উল্লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা অতিক্রম করা যাইবে না।

(৩) তথ্য কমিশন শুনানীকালে অভিযোগকারীর সংক্ষুব্ধতার কারণ ও প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তিসমূহ এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে সেই পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করিয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

ফরম-'ক'
[প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং----------।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ----------

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ ----------

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ ----------

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ ----------

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ ----------

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ ----------

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'খ'

[প্রবিধান-৫(১)দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি

তারিখ ঃ .....

যেহেতু অভিযোগকারী ---------- (নাম ও ঠিকানা) ----------আপনার/ আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন----------নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী---------- তারিখ----------ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিষ্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,

কমিশনের সীলমোহর

(কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

ফরম-'গ'

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং----------।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা ঃ ----------

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ ----------

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ ----------

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ ----------

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে

নেপাল চন্দ্র সরকার
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd